মেহেরপুরে বিএনপির ১৪ জন নেতা আটক

মেহেরপুরে অবরোধ সমর্থনে মিছিল করার সময় বিএনপির ১৪ নেতাকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ রবিবার ভোরে জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী এলাকার একটি ইটভাটার সামনে থেকে ১১ জন এবং সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৩ নেতাকে আটক করা হয়েছে।

আটকরা হলেন- মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাহারবাটি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শরিফ মালিথা, বামন্দী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি নাহারুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি বশির আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কাবেল উদ্দিন, বামন্দী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মাহিদুর রহমান, সহসভাপতি আশরাফুল ইসলাম, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি আবু তাহের, যুগ্ম সম্পাদক রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সহসভাপতি আবু ইউসুফ মিরন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন, সহসভাপতি আলী রেজা।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, গাংনীতে অবরোধ সমর্থনে মিছিল থেকে পুলিশ ২৭ জনকে আটক করার পরে ১৭ জনকে ছেড়ে দিয়েছে। সদরে বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে।

এসকল আটকের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, পুলিশ বিএনপির নেতাকর্মীদের ঘর ছাড়া করতে মাঠে নেমেছে। আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কোন বিএনপির নেতাকর্মীকে তারা মেহেরপুরে থাকতে দেবে না বলে হুমকি ধামকি দিচ্ছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) আহসান খান বলেন, গাংনীর বামন্দী এলকার একটি ইটভাটায় বিএনপির নেতাকর্মীরা একত্রে হয়ে নাশকতার পরিকল্পনার করার সময় ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। সদর থানা পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে তিনজনকে আটক করেছে।

মেহেরপুরে রাতে যৌন নির্যাতনের কথা। সকালে মিলল ঝুলন্ত মরদেহ

শারীরিক ও বারবার যৌন নির্যাতনের চেষ্টা চালাচ্ছে দেবর। রাতে মায়ের কাছে মোবাইল ফোনে এমন কথা জানানোর পর সকালে ঘরের আড়ার সাথে মিললো প্রবাসীর স্ত্রী মলিনা আক্তারের (২৩) ঝুলন্ত মরদেহ।

মলিনা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের রহিদুল ইসলামের মেয়ে ও একই উপজেলার আলমপুর গ্রামের প্রবাসী সন্টু মিয়ার স্ত্রী। সে এক সন্তানের জননী।

আজ শুক্রবার (২০ মে) সকাল ১০ টার দিকে তার ঘরের আড়া থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন সদর থানা পুলিশ। মলিনা আক্তারের দুই বছর বয়সী সুমাইয়া খাতুন নামের একটি মেয়ে আছে।
মলিনা আক্তারের মামা জনিরুল ইসলম অভিযোগ করে বলেন, তার স্বামী সন্টু মিয়া প্রবাস জীবন যাপন করছেন। গতরাতে মলিনা আক্তার তার মাকে ফোন করে বলেছিল তার দেবর আলামিন শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করতে পেয়ে আমাকে প্রায় দিন মারধর ও শারীরিক নির্যাতন করছে। আজ রাতেও সে আমাকে যৌণ নির্যাতনের চেষ্টা করেছে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও তোমরা।

রাতে কথা বলে সে ফোন রেখেছে। সকালে খবর পেলাম মলিনার মরদেহ ঝুলছে ঘরের আড়ার সাথে। পরে সদর থানা পুলিশকে খবর দিলে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপতাল মর্গে নেন পুলিশ। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মত্যুর কারন জানা যাবে। তবে, এঘটনার পর মলিনার দেবর আলামিন হোসেন পলাতক রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]/[redacted]